বকেশ্বর শক্তিপীঠ

বকেশ্বর শক্তিপীঠ :- পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর শক্তিপীঠ বীরভূম জেলার পাপহরা নদীর তীরে অবস্থিত। দেবী সতীর ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী অংশ বা তার মন এই অঞ্চলে পতিত হয়েছিল । কথিত আছে সত্যযুগে লক্ষ্মী ও নারায়ণএর বিয়েতে ইন্দ্র সুব্রত মুনিকে অপমান করেন।অপমান এ রাগে ঋষির দেহে আট বাঁকে বেঁকে যায়। তিনি অষ্টাবক্র ঋষি নামে পরিচিত হন। মহামুনি অষ্টাবক্র এখানে শিবের তপস্যা করেন ও পাপহরা নদীতে স্নানের পর পাপমুক্ত হন।তার নামে তাই মহাদেবের নাম এখানে বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ। এটি একটি মহাশক্তি পীঠ হিসেবে বিবেচিত। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি থেকে 20 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এই বক্রেশ্বর উষ্ণপ্রশবন এবং সতীপীঠ।

এখানে দেবী মহিষমর্দিনী ও ভৈরব বক্রনাথ বা বক্রেশ্বর।

পাপহরা নদী পাপমুক্ত করে বলা হয়।এ নদীতেই মহামুনি অষ্টাবক্র স্নান করেছিলেন। এই অঞ্চল বিশেষ করে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জন্য পরিচিত । এ অঞ্চলের আশেপাশে দশটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে - পাপহরা গঙ্গা, বৈতরণী গঙ্গা, খরকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, দুধকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ব্রহ্মাকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড।এগুলোতে স্নান করলে রোগমুক্তি হয়। প্রতিটি প্রস্রবণের কাছে শিবলিঙ্গ আছে। খর, ভৈরব ও সূর্যকুণ্ডের জলের তাপমাত্রা যথাক্রমে 66, 65 ও 61 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অগ্নিকুণ্ডের তাপমাত্রা 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই কুণ্ডের জলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকেট, ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট ও সালফেট পাওয়া যায়, যা ঔষধিগুণসম্পন্ন। এছাড়াও এই কুণ্ডের জলে রেডিওঅ্যাকটিভ উপাদানও পাওয়া যায়। দুধকুণ্ডের তাপমাত্রা ৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালের দিকে এই কুণ্ডের জলে ওজোন ঘনীভূত হয়ে সাদা সরের মতো পদার্থ সৃষ্টি করে।

বীরভূমের বক্রেশ্বরে এই শক্তিপীঠে ৮টি কুণ্ড দেখা যায়। এই কুণ্ডগুলির মাহাত্ম্য এক একটি এক রকম।

১) “ক্ষারকুণ্ড”- এর একটি ঘটনা আছে। একবার মহর্ষি অগস্ত্য সাগর বারি এক গণ্ডূষে পান করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেসময় লবণ সাগর এখানে একটি কুণ্ড আকারে আশ্রয় নেয়। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তে এই কুণ্ডে অবগাহন করলে অক্ষয় কাল স্বর্গে তার স্থান হয়।

২) “অগ্নিকুণ্ড”- হিরণ্যকশিপু কে বধ করতে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ অবতার নিয়েছিলেন। অসুর বধের পর ভগবান নৃসিংহের ক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবার উপক্রম হলে ভক্ত প্রহ্লাদ, ভগবানের চরণে পড়ে স্তবস্তুতি করলে ভগবান হরি তুষ্ট হন। ভগবান বিষ্ণুর সবথেকে উগ্র অবতার হলেন নৃসিংহ অবতার। ভগবান নৃসিংহ তাঁর তেজ থেকে এক কুণ্ড নির্মাণ করেন এখানে, এর নাম অগ্নিকুণ্ড। এখানে কেউ স্নান করেন না। কারন এই কুণ্ডের তাপ অনেক। তবে বৈশাখী পূর্ণিমা তে এখানে পিণ্ড দিলে পিতৃপুরুষেরা মুক্তি লাভ করেন।

৩) “ভৈরবকুণ্ড” – ভগবান শিব সর্ব পবিত্র নদী, পুষ্করিণীর জল একত্র করে

এখানে একটি কুণ্ড নির্মাণ করেন। যাঁর নাম ভৈরবকুণ্ড। এখানে চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে স্নান করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

৪) “সৌভাগ্যকুণ্ড”- দেবাদিদেব ভগবান শিব ও তাঁর সহধর্মিণী মাতা ভবানীর সমস্ত অঙ্গের স্বেদ বিন্দু থেকে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয়। এখানে স্নান করলে সর্ব পাপ নষ্ট হয়ে, ভক্তেরা দেহান্তে কৈলাস লোক প্রাপ্তি করেন।

৫) “জীবিতকুণ্ড”–নিশানাথ সোমদেব এখানে স্নান করে সুস্থ হন। অনেক আগে সর্বনাম নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী চারুমতির সাথে এখানে তীর্থ করতে আসেন। ব্রাহ্মণ এখানে বাঘের পেটে গেলে, ব্রাহ্মণী ভগবান শিবের আরাধনা করেন। ভগবান শিব প্রকট হয়ে ব্রাহ্মণীকে আদেশ দেন, ব্রাহ্মণের অস্থি এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করতে। ব্রাহ্মণী তা করতেই কোথা থেকে যেন ব্রাহ্মণ বেঁচে ফিরে এলেন। মাঘ মাসের শুক্ল অষ্টমীতে এই কুণ্ডে স্নান করলে অপমৃত্যু হয় না।

৬) “ব্রহ্মাকুণ্ড”- প্রজাপতি ব্রহ্মা এখানে পাপ স্ফলনের জন্য এখানে কুণ্ড খনন করে ‘ত্যম্বক’ মন্ত্রে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করেন। এই কুণ্ডে স্নান করলে ব্যভিচারাদি পাপ দূর হয় ।

৭) “শ্বেতগঙ্গা”- এই স্থানে সত্য যুগে শ্বেত নামক এক রাজা থাকতেন। তিনি রোজ এখানে ভৈরব বক্রনাথের পূজা দিতে আসতেন। বক্রনাথ তুষ্ট হয়ে বর দিলেন যে এই তীর্থের সাথে রাজা শ্বেতের নাম জড়িয়ে থাকবে। এই বলে ভৈরব বক্রনাথ এখানে এক কুণ্ড সৃষ্টি করলেন। ঐ কুণ্ডের নাম শ্বেতগঙ্গা। মাঘ মাসে এই কুণ্ডে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের পুন্য প্রাপ্তি হয়।

৮) “বৈতরণী”- বৈতরণী পার হলে যম লোক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই এই কুণ্ডে অবগাহনে নরক ভয় দূর হয়।
এই হলো এই অষ্ট কুণ্ডের কথা। এই তীর্থ অনেক প্রাচীন।

Published on: Mar, 21 2023 11:21